দৈনিক সংবাদ

তারিখ 21 FEB 1991
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৫

৭

প্রসঙ্গ : চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

দেশের পূর্বাঞ্চলের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আজ হুমকির সম্মুখীন। চট্টগ্রাম বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ মূলত দু'টি শ্রেণীতে বিভক্ত। একটি স্বাধীনতাপক্ষ শক্তি অপরটি স্বাধীনতা বিরোধী চক্র। '৯০-এর গণআন্দোলনে দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকাও ছিল অগ্রগণ্য। এই আন্দোলনে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য (আপসু) চট্টগ্রামে ছাত্র আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিল। অপরপক্ষে সারাদেশে গণআন্দোলন যখন তুঙ্গে তখনই ঐ স্বাধীনতাবিরোধী চক্রটি হামলা চালিয়েছিল আপসু নেতৃবৃন্দের ওপর। অক্টোবরে শাহ আমানত হলের ছাত্র সংসদের বাজেট অধিবেশনে হামলা চালিয়ে তারা আহত করেছিল প্রায় ৩০ জনকে, তার মধ্যে ৭ জন গুলীবিদ্ধ। '৯০-এর গণআন্দোলনে তারা স্বৈরাচারের মদদ জুগিয়েছিল তৎকালীন দু'জন মন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে। বিগত গণআন্দোলনে চূড়ান্ত বিজয়ের পরও তারা থেমে থাকেনি। গত ২২শে ডিসেম্বর তাদের পরিকল্পিত হামলায় নিহত হন বাংলাদেশ ছাত্র মৈত্রীর নেতা ফারুক, আহত হয়েছে অসংখ্য আপসু নেতৃবৃন্দসহ সাধারণ ছাত্রছাত্রী। সেদিনের শান্তিপূর্ণ মিছিলে তারা হামলা চালিয়ে ছাত্রী বোনদেরকে লাঞ্ছিত করেছে। গুরুতর আহত ডঃ আলী ইমদাদ, ডঃ হুদ্দত আলী প্রামাণিক, ডঃ শিরীন হক, ডঃ হামিদা বানু ছাড়া আহত হয়েছেন অসংখ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা। তাদের এ বর্বর হামলাই ১৯৭১-এর কথা মনে করিয়ে দেয়। ১৯৮৬ সালের ২৬শে নভেম্বর এক হাতকাটা অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়েই এ চক্র চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। তাদের নিজস্ব সংগঠনের দাবীতে বিগত চার বছরে সাধারণত ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা-জীবনকে বিস্মিত করে ১৭৩ দিন ছাত্র ধর্মঘট পালন করে। যখনই তাদের কোন অবৈধ দাবীকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন উপেক্ষা করেছে তখনই তারা আহ্বান করেছে ধর্মঘট। সোহরাওয়ার্দী হলের প্রভোস্ট হিসাবে ডঃ ইনামুল হককে নির্বাচন করার পর এ চক্রটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বার বার ছাত্র ধর্মঘট আহ্বান করে। তাদের দাবী ছিল ডঃ ইনামুল হককে অপসারণ করে ঐ চক্রটির নির্বাচিত প্রভোস্টকে মনোনয়ন প্রদান। তাদের ঐ দাবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন উপেক্ষা করায় তারা নিরপেক্ষ ভিসি অধ্যাপক আলমগীর মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীনের পদত্যাগের দাবীতে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অচলাবস্থার সৃষ্টি করে। এভাবে চলেছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম।

গত ২২শে ডিসেম্বরের সন্ত্রাসী ঘটনার তদন্তের জন্য সরকার এক-সদস্যবিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করেছেন। তদন্ত কমিটি হয়ত কিছু দিনের মধ্যেই তদন্ত রিপোর্ট পেশ করবেন। ইতিমধ্যে সন্ত্রাসী ঘটনার কারণে গ্রেফতারকৃত ১০৮ জনকে মুক্তি দেয়া হয়েছে। যাদের মধ্যে অনেকেই ফৌজদারী মামলার আসামী, ফলে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিবেশকে আবার নিক্ষেপিত করা হয়েছে অনিশ্চয়তার বেড়াজালে। সরকার তথা সর্বোচ্চ প্রশাসনের নিকট আমাদের আবেদন যাদের বিরুদ্ধে পুলিশ প্রশাসন গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করেছেন তাদের অতি সত্বর গ্রেফতার করে ২২শে ডিসেম্বর এর ঘটনার সুষ্ঠু বিচার করে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থায় যেন বিশ্ববিদ্যালয় খোলা হয়।

শাকিল রহমান (শাকিল)
সভাপতি, জাতীয় ছাত্রলীগ,
২৪৭, সোহরাওয়ার্দী হল,
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়